ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে সরাসরি পণ্যবাহী বিমান করিডর স্থাপন

কাবুল থেকে দিল্লি পর্যন্ত প্রথম বিমান চলাচলের মধ্য দিয়ে ১৯ জুন ২০১৭, চালু হল পণ্যবাহী করিডর, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী শ্রী অশোক গজপতিরাজু এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী এম জে আকবর এবং ভারতে নিযুক্ত আফগানিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত মহামান্য ড. শায়দা আবদালি-এর উপস্থিতিতে বিমানটি স্বাগত জানান।

একটি বিমানটি, যা ৬০ টন (প্রধানত 'হিং') আফগানিস্তান থেকে বহন করে, কাবুল থেকে যার সূচনা করেন আফগাস্তানের প্রেসিডেন্ট মহামান্য জনাব আশরাফ ঘানি, উপস্থিত ছিলেন আফগান মন্ত্রিসভার বিভিন্ন মন্ত্রী এবং আফগানিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী মনপ্রীত ভোরা।

একইরকম ভাবে একটি কার্গো বিমান দিল্লি থেকে কাবুল পর্যন্ত বহন করে ১০০ টন পণ্য (মূলত ফার্মাসিউটিক্যাল, ওয়াটার পিউরিফ্যায়ার, ওষুধপত্র), জুন ১৮, ২০১৭, দিল্লি থেকে কাবুল।

পণ্যবাহী বিমান কাবুল থেকে দিল্লি পৌছানোর মধ্য দিয়ে সূচনা হয় সরাসরি পণ্যবাহী করিডরের। আফগান প্রেসিডেন্টের ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত সফরকালে প্রেসিডেন্ট ঘানি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের সময়ে আফগানিস্তান এবং ভারতের মধ্যে সরাসরি পণ্যবাহী বিমান করিডর স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিমান পণ্যবাহী করিডরের মাধ্যমে আফগানিস্তান, যার সড়কপথ প্রায় অবরুদ্ধ, ভারতের বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবে এবং ভারতের অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের উন্নতিতে কার্যকর ভূমিকা নেবে। এর ফলে আফগান কৃষকদের উৎপাদিত পচনশীল দ্রব্য দ্রুত ও সহজে বাজারজাত করার সুবিধা প্রদান করবে।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট ঘানি ভারত সফরকালে ভারতীয় এবং আফগান ব্যবসায়ীদের আগামী পাঁচ বছরে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্য অর্জনের আহ্বান জানান। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা আফগান বণিকদের ভিসা প্রদানের প্রক্রিয়াটি সহজ করে দিয়েছি। একইসঙ্গে আমরা আফগান পর্যটক ও চিকিৎসার জন্য আসা ব্যক্তিদের থাকার জন্য ভিসার মেয়াদ এ বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে বাড়িয়ে দিয়েছি। বর্তমানে আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে চার থেকে পাঁচটা বিমান চলাচল করবে, এতে প্রায় হাজার আফগান, যাঁরা বেশির ভাগই ভারতের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসবেন।

ভারত আফগানিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করছে সড়ক পথ বন্ধ দেশটির জন্য বিকল্প ও নির্ভরযোগ্য প্রবেশ পথ তৈরির জন্য। এই প্রেক্ষিতে, ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে ভারত আত্তারি সীমান্ত দিয়ে আফগান ট্রাক ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেয় এবং আফগান পণ্য ভরতি ও খালি করার বিষয়ে অনুমতি দেয়। ভারত চাবাহার বন্দরের উন্নয়নের জন্য ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। এই প্রেক্ষিতে মে ২০১৬ সালে তেহরানে তিন দেশের নেতাদের উপস্থিতিতে চাবাহারের মাধ্যমে সমুদ্রে প্রবেশের উপর ভিত্তি করে একটি ত্রিপাক্ষিক পরিবহন ও ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আমরা আশাবাদী, ভারত ও আফগানিস্তানের অন্য শহরগুলির মধ্যেও কার্গো বিমান পরিষেবা চালু হবে।

এই রুট এবং করিডরগুলি দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক ও বিশ্বের বাজারে আফগানিস্তানের জন্য সমুদ্র, সড়ক ও আকাশ পথে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করবে।

বর্তমানে ভারত থেকে আফগানিস্তানে রফতানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে প্রধানত রয়েছে ম্যান ম্যাড ফিলামেন্ট্স, পোশাক, চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত দ্রব্য, ম্যান মেড স্ট্যাপল ফাইবার, তামাকজাত দ্রব্য, দুগ্ধ ও পলট্রিজাত পণ্য, কফি, চা, মাংস ও মশলা।

আফগানিস্তান থেকে ভারতে প্রধানত আমদানি করা হচ্ছে তাজা ফল, শুকনো ফল, বাদাম, কিশমিশ, সবজি, তৈল বীজ, বহুমূল্যবান/আধামূল্যবান পাথর ইত্যাদি।

ভারত সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, এককেন্দ্রীভূত, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ আফগানিস্তান গঠনের লক্ষ্যে তার রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সংহতি স্থাপনে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নয়াদিল্লি

জুন ১৯, ২০১৭